(Nature of Classroom Teaching)

ভূমিকা (Introduction)

শ্রেণিশিক্ষণ আমাদের একটি প্রচলিত এবং বহুপরিচিত প্রথা। ব্যক্তিগত শিক্ষণের যত সুবিধাই থাকুক না কেন, শিক্ষা যতই ব্যক্তিকেন্দ্রিক হোক না কেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা শ্রেণিশিক্ষণকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে অনেক শিক্ষাবিদ এই ধরনের শিক্ষণ একেবারে উঠিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নয়। এখন বিচার করা যাক, শ্রেণিশিক্ষণ বলতে কী বোঝায়? শ্রেণি (Class) বলতে আমরা বুঝি একদল শিক্ষার্থীকে। এই শ্রেণিকরণের মূলনীতি হল, একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার্থীরা মানসিক বয়স, সাধারণ বয়স ও শিক্ষাগত বয়সের দিক থেকে এক। অর্থাৎ একই বয়সের, একই মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সমষ্টিকে শ্রেণি বলা হয়। যদিও প্রকৃতপক্ষে এই বৈশিষ্ট্যের কিছু তারতম্য হয়, তাহলেও এটিই আমাদের গতানুগতিক ধারণা। এই শ্রেণিবদ্ধ শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একই রকম শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে আমাদের এই ধরনের একটি দলবদ্ধ এককে পাঠদান করতে হয়। যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষক দলগতভাবে ওই এককটির উপর সামগ্রিকভাবে প্রভাব বিস্তার করেন, তাকে বলা হয় শ্রেণি শিক্ষণ (Class Teaching)।

শ্রেণিশিক্ষণ (Class Teaching)-এর নানা রকম সুবিধা আছে। এইসব সুবিধা থাকার জন্য, শ্রেণিশিক্ষণকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই শিক্ষণকে সম্পূর্ণভাবে অমনোবৈজ্ঞানিক বলা যায় না। নানাদিক থেকে এর সামাজিক এবং শিক্ষাগত উপযোগিতা আছে। শ্রেণিশিক্ষণ থেকে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যায়, তা হল—

1. শ্রেণিশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক বিকাশের ধারাকে ত্বরান্বিত করা যায়। দলবদ্ধভাবে বাস করলে, দলের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা ধরনের

Scanned with CamScanner

সামাজিক বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতার বিকাশ হয়। বিদ্যালয়ের শ্রেণিতে দলগতভাবে বাস করতে গিয়ে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই রকম কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয়। যেমন—সহযোগিতা (Co-operation), সমবেদনা (Sympathy) ইত্যাদি। এইসব সামাজিক বৈশিষ্ট্য শুধু বিদ্যালয়ে নয়, বৃহত্তর সামাজিক জীবনেও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি শ্রেণিশিক্ষণ শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করে।

2. শিক্ষার্থীদের মধ্যে কতকগুলি দলগত প্রবণতা থাকে। এই প্রবণতাগুলি শিক্ষার কাজেও সহায়তা করে। এইসব প্রবণতার মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল—অনুকরণ (Imitation), অনুভাবন (Suggestion) এবং অনুবেদন (Sympathy)। এই ধরনের প্রবণতা শিক্ষণের কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করে। এদের আধুনিক মনোবিদগণ প্রাথমিক ধরনের শিখন কৌশল (Learning technique) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এই প্রাথমিক শিখন কৌশলগুলিকে কার্যকর করতে হলে সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন। শ্রেণিশিক্ষণ এই পরিবেশ রচনা করতে সহায়তা করে।

3. শ্রেণিশিক্ষণ স্বল্প সময়ে বহু শিক্ষার্থীকে একই সঙ্গে নির্দেশনা দিতে সহায়তা করে। ফলে, সময় ও শ্রমের দিক থেকে এই শিক্ষণ অনেক বেশি সুবিধাজনক।

4. শ্রেণিশিক্ষণের জন্য শিক্ষকের খুব বেশি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে খুব বেশি অসুবিধায় পড়তে হয় না। শিক্ষক তাঁর নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী খুব সহজে শ্রেণিকক্ষে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন।

5. শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে কাজ করার সুযোগ পায়; এই দলবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তাদের শ্রেণির কাজে খুব বেশি আগ্রহ দেখা যায়।

6. শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। ফলে, এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তাদের শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে (Learning Process) সহায়তা করে।

7. শ্রেণিশিক্ষণে উপকরণের বিশেষ বাহুল্যের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে অনেক সহজে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন হয় না।

8. শ্রেণিশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত নানারকম কৌশল ও ভালো গুণ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার সুযোগ পান। এই সুযোগ লাভের জন্য তাঁর মনে ... অনেক বেশি উৎসাহী হন।

... সুযোগ পায়; এই দলবদ্ধভাবে শ্রেণির কাজে খুব বেশি আগ্রহ দেখা যায়।

6. শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে ওঠে। ফলে, এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তাদের শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে (Learning Process) সহায়তা করে।

7. শ্রেণিশিক্ষণে উপকরণের বিশেষ বাহুল্যের প্রয়োজন হয় না। শিক্ষক, শ্রেণিকক্ষের সামাজিক পরিবেশকে কাজে লাগিয়ে অনেক সহজে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন। শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষণ উপকরণ প্রয়োজন হয় না।

8. শ্রেণিশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিগত নানারকম কৌশল ও ভালো গুণ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করার সুযোগ পান। এই সুযোগ লাভের জন্য তাঁর মনে আত্মতৃপ্তি আসে। ফলে, তিনি তাঁর কাজে অনেক বেশি উৎসাহী হন।

শ্রেণিশিক্ষণের এই সমস্ত সুবিধা থাকলেও তার ত্রুটিগুলি সম্পর্কে আমাদের বিশেষভাবে সচেতন থাকা প্রয়োজন। শ্রেণিশিক্ষণের এই বিশেষ ত্রুটিগুলি নিয়ে

ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হল। এই ত্রুটিগুলি শিক্ষকের আদর্শ শিক্ষণের কৌশল হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রথমত, শ্রেণিশিক্ষণের মূল তাত্ত্বিক ধারণাই ভ্রান্ত অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ শ্রেণিশিক্ষণের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়, শ্রেণির প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী একই রকম মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে তা কখনও হয় না। ফলে, শ্রেণিশিক্ষণের জন্য শিক্ষক যে কৌশল অবলম্বন করেন, তার দ্বারা শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারে না। ফলে, শিক্ষণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয়ত, শ্রেণিশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্যের (Individual difference) অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। ফলে, কোনো শিক্ষার্থীই তার নিজস্ব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ পায় না। শিক্ষার ব্যক্তিত্ব বিকাশের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়।

তৃতীয়ত, শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষার্থীরা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে; শিক্ষকই কেবলমাত্র সক্রিয় থাকেন। ফলে, এই ধরনের নিষ্ক্রিয় শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কোনো উপকারে আসে না।

চতুর্থত, শ্রেণিশিক্ষণে শিক্ষক একই সঙ্গে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ দিতে পারেন না। তাঁর মনোযোগ শ্রেণির বিশেষ কয়েকটি ভালো শিক্ষার্থীর উপর গিয়ে পড়ে বা ভালো শিক্ষার্থীরাই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে। ফলে স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা বা ধীর গতিসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা অবহেলিত হয় এবং তারা আরও বেশি পিছিয়ে পড়ে। অনেকক্ষেত্রে শ্রেণিশিক্ষণ তাদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগ্রত করে।

পঞ্চমত, শ্রেণিশিক্ষণে যেসব শিক্ষার্থী লাজুক প্রকৃতির, তারা মোটেই উপকৃত হয় না। কারণ, শিক্ষক এইসব শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতে পারেন না।

ষষ্ঠত, শ্রেণিশিক্ষণ শিক্ষকের সামনে শৃঙ্খলার (Discipline) সমস্যার সৃষ্টি করে। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের চেয়ে শ্রেণির শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তাঁকে অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তি ও সময় ব্যয় করতে হয়। ফলে, প্রকৃত শিক্ষণের কাজ ব্যাহত হয়।

সপ্তমত, শ্রেণিশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলে। এই ধরনের অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার মনোভাব শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশকে ব্যাহত করে।

অষ্টমত, শ্রেণিশিক্ষণের সফলতা সাধারণত শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়নের দ্বারা বিচার করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে, এই ধরনের শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অকৃতকার্যতা খুব বেশি হয়। ফলে, এই ধরনের শিক্ষণ শিক্ষককে তার কাজে নিরুৎসাহিত করে।

Scanned with CamScanner

3.2. গতানুগতিক এবং নির্মিতিবাদী শিক্ষণের পার্থক্য (Difference between Traditional and Constructivist Teaching)

গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতি এবং নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য নিম্নে উল্লেখ করা হল—

গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতি	নির্মিতিবাদের দৃষ্টিভঙ্গি
• মৌলিক দক্ষতা বিকাশেই প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আগে তত্ত্ব শেখানো হয় পরে তথ্যসরবরাহ করা হয়।	• অর্জিত ধারণার উপর প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে আগে তথ্য পরে তত্ত্বের কথা চিন্তা করা হয়।
• পাঠ্যপুস্তককে ভিত্তি করেই শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলি নির্দিষ্ট করা হয়।	• তথ্যের উৎস, তথ্যের বিভিন্ন বিন্যাস ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলি নির্ধারিত হয়।
• মনে করা হয় শিক্ষকদের দেয় তথ্য শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করবে।	• শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে জ্ঞান অনুসন্ধানকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তারা নিজেরাই নিজের মতো করে তথ্য অনুসন্ধান ও অনুধাবন করে।
• শিক্ষককে বিশেষজ্ঞ হিসেবে দেখা হয়। তিনি পূর্বপরিকল্পিতভাবে কোনো বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের তথ্যসরবরাহ করেন।	• শিখনে পরামর্শদাতা হিসেবে শিক্ষকদের বিবেচনা করা হয়। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্নের উত্তর দেয় সে ব্যাপারে শিক্ষকেরা উৎসাহ দেন এবং সাহায্য করেন।
• প্রশ্ন বা সমস্যার সঠিক উত্তর নির্দিষ্ট সংখ্যক বলে মনে করা হয় এবং সেইভাবে বিবেচনা করা হয়।	• শিক্ষার্থীদের যুক্তি, প্রশ্ন এবং দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য দেওয়া হয় এবং পরবর্তী শিখনে ব্যবহার করা হয়।
• শিক্ষকদের পরামর্শমতো শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে।	• শিক্ষার্থীরা নিজেদের পরিকল্পিত প্রকল্পে নিজেদের মতো করে সমবেতভাবে কাজ করে।
• মূল্যায়ন অনেক সময় পাঠদানের সঙ্গে সংগতি রেখে হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা দ্বারা সম্পন্ন হয়।	• শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যেই মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন—শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ, শিক্ষার্থীদের কর্মসম্পাদন, প্রকল্প প্রদর্শন এবং শিক্ষার্থীদের স্ব-মূল্যায়ন।

Scanned with CamScanner